১৫

তারিখ 10 FEB 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক বাংলা

ভিসি লাঞ্ছিত ঃ বিডিআর টহল বৃদ্ধি

রাজশাহীতে বিক্ষোভ বোমাবাজি সরকারী কলেজ বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী, ৯ ফেব্রুয়ারী।–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শনিবারের স্মরণকালের ভয়াবহ সংঘর্ষের পর আজও নগরীর অবস্থা ছিল থমথমে। তবে নগরীর কলেজগুলো ও হোস্টেলগুলোতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে রাজশাহী সরকারী কলেজ আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কাল বুধবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্র–ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১১টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বোমাবাজি চলছিল। অন্যদিকে নগরীতে পুলিশ ও বিডিআর টহলের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে অতিরিক্ত পুলিশ আনা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ২ প্লাটুন বিডিআর টহলের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ সকালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্র ও কর্মচারীদের দেখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আনিসুর রহমান, রেজিস্ট্রার ওমর ফারুখ এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর কায়েসউদ্দিন একদল ছাত্রের হাতে লাঞ্ছিত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আজ সকাল ১১টার দিকে ভাইস চ্যান্সেলর হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান। তার সঙ্গে ছিলেন রেজিস্ট্রার, উপদেষ্টা, প্রক্টর, কয়েকজন কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্য। ভিসি আহতদের দেখেন এবং চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জনসংযোগ দফতরের এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা

(৭–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহীতে বিক্ষোভ বোমাবাজি সরকারী কলেজ বন্ধ ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

হয়, ভিসির হাসপাতাল পরিদর্শনের শেষ পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ছাত্র তার সঙ্গে অসদাচরণ করে। উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র ভিসিকে উদ্ধার করে এবং পুলিশের সহায়তায় তিনি ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন।

রাজশাহী মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার কর্তৃক জারীকৃত '১৪৪ ধারা' অমান্য করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে নগরীতে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, জামায়াত–শিবির কর্মীরা অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো অচল করে দিচ্ছে। তারা ভিসি, প্রো–ভিসি ও পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ দাবী করেন ও খুনীদের বিচারের দাবী জানান।

তারা অবিলম্বে রাজশাহী থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। অন্যদিকে রাজশাহীতে বিএনপি, ছাত্রদল, আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও সিপিবি অফিসে আজ নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করে দলীয় ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। আজও রাজশাহী সরকারী কলেজের জামায়াত সমর্থক জনৈক শিক্ষকসহ নগরীর তিনটি স্থানে তিনজন ছাত্রশিবির কর্মী প্রহৃত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্য আওয়ামী লীগের একটি তদন্ত টীম আজ রাজশাহীতে এসে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় পাঁচদলের নেতৃবৃন্দও আজ রাজশাহীতে এসেছেন। আওয়ামী লীগ ও পাঁচদলের নেতৃবৃন্দ আজ পৃথকভাবে রাজশাহী হাসপাতালে ছাত্র সংঘর্ষে আহতদের দেখতে যান।

সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চিকিৎসাধীন ৪৩ জন আহতের প্রত্যেককে তিনশত টাকা করে প্রদান করেন। পরে সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবদুল জলিল রাজশাহী প্রেসক্লাবে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াত–শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রতিরোধ করার দাবী জানান এবং ভিসি, প্রো–ভিসির ৬ ফেব্রুয়ারীর ভূমিকার সমালোচনা ও নিন্দা করেন। তিনি রাজশাহী পুলিশ কমিশনারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য তার অপসারণ দাবী করেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় ওয়ার্কার্স পার্টি কার্যালয়ে পাঁচদলের কেন্দ্রীয় নেতারা অপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে পরিকল্পনা মাফিক পেশাদারী খুনীদের জামায়াত–শিবির সংগ্রহ করছে অথবা ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করছে। শনিবারের ঘটনা এটি আর একবার প্রমাণ করলো। সম্মেলনে হায়দার আকবর খান রনো, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, টিপু বিশ্বাস, সুধাংশু চক্রবর্তী ও ফজলে হোসেন বাদশাহ বক্তব্য রাখেন।

বিএনপির নগর সভাপতি এখলাক হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে আজ অনুষ্ঠিত বিএনপির মহানগর ও জেলা শাখার সভায় শনিবারের ঘটনায় নিহতদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে দু'মিনিট নীরবতা ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবির রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০/৫০টি ক্যাম্প তৈরি করে সন্ত্রাসীদের লালন করছে এবং রাজশাহীর শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। সভায় অপর এক প্রস্তাবে জামায়াত–শিবিরের কেন্দ্রীয় পরিষদ গত শনিবারের সংঘর্ষের জন্য রাজশাহী সিটি মেয়রকে দায়ী করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার নিন্দা করে বলা হয়, বিএনপি এবং মেয়রের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে জামায়াত–শিবির এই মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দিয়েছে।

মেয়রের সাংবাদিক সম্মেলন

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান মিনু আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ গত শনিবার আমার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ১১টায় ডামমারী হাইস্কুল এবং সাড়ে ১১টায় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারের অনুদানের অর্থ প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে আমার এ সময় কোন যোগাযোগ হয়নি এবং আমি ক্যাম্পাসেও যাইনি। ঘটনার পরদিন স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী ও তাদের অঙ্গসংগঠনের বিবৃতিতে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আনা হয়নি। অথচ তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ভার্সিটি সংঘর্ষের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে যে অভিযোগ এনেছে তা দুঃখজনক, অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি মিথ্যা প্রচারণা না করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, নগরীর ১৮টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা, প্রধান শিক্ষক–শিক্ষয়িত্রী মেয়রের এই বক্তব্যের সমর্থন করে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।